প্রথম আলো

তারিখ 28 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সংসদে বিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট বিল-২০১২' গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে।

বিলটি উত্থাপন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পরে বিলটি সাত দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনেক ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ষষ্ঠ থেকে সম্মান শ্রেণী পর্যন্ত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করা এবং ঝরে পড়া রোধসহ সব পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

> প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ১৯ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড ও একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। স্নাতক ও সম্মান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এ বছর থেকে চালু হবে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার কার্যক্রমকে টেকসই ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে রয়েছে, ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ১৯ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড ও একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বোর্ডের সহসভাপতি হবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গঠন বিল : জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গঠনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিল-২০১২' গতকাল উত্থাপন করা হয়েছে। বিলটি উত্থাপন করেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। বিলটি সাত দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিতে কৃষি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। এটি আইন হিসেবে কার্যকর হলে পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বোর্ড গঠন-সংক্রান্ত রেগুলেশন রহিত হবে।

প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় হবে নারায়ণগঞ্জে। তবে প্রয়োজনে দেশের যেকোনো স্থানে এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। বিলের ছয় দফায় কৃষিমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান, কৃষিসচিবকে ভাইস-চেয়ারম্যান করে ১৭ সদস্যের পরিচালনা বোর্ডের কথা বলা হয়েছে। বোর্ডের সদস্যদের মেয়াদকাল হবে তিন বছর।